প্রথম আলো মতামত

সচেতনতা সৃষ্টি ও বিচার নিশ্চিতই করণীয়

‘প্রতিশোধের’ অস্ত্র অ্যাসিড?

আপডেট: ০০:৩১, অক্টোবর ০২, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

হত্যা ও ধর্ষণের পাশাপাশি নারীর বিরুদ্ধে ভয়ংকরতম আরেক সহিংসতার নাম অ্যাসিড-সহিংসতা। বহুদিন ধরে এটা চলে আসছে এবং এর প্রতিরোধে আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে। গত শুক্রবারে অ্যাসিড নিক্ষেপের দুটি ঘটনা সেই হুঁশিয়ারি জানিয়ে গেল।

তালাকের ‘প্রতিশোধ’ নিতে সাবেক স্ত্রীকে অ্যাসিডে পোড়ানো হয়েছে চট্টগ্রামের এক বস্তিতে। মামলার জের ধরে পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তিনি অপরাধের দায়ও স্বীকার করেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে ঢাকার জাতীয় চিড়িয়াখানায় অ্যাসিড নিক্ষেপের আরেকটি ঘটনার হোতা এখনো ‘অজ্ঞাত’ই রয়ে গেছেন। এর তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে ঢাকায় মানববন্ধন করেছেন অ্যাসিড-আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য গঠিত প্রথম আলো ট্রাস্ট ও অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ) এবং প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা। প্রথম আলো ট্রাস্ট চট্টগ্রামের অ্যাসিড-আক্রান্ত নারী শেলী আক্তারের চিকিৎসার খরচ জোগানোর ভার নিয়েছে।

প্রথম আলোর এ-বিষয়ক সংবাদ জানাচ্ছে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪০ জন অ্যাসিড-সহিংসতার শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ২৬ জন নারী, ৭ জন পুরুষ ও ৭ জন শিশু। অ্যাসিড-সহিংসতার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তাহলে গত ১২ বছরে ১৪ জন আসামির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায়

হলেও একজনেরও শাস্তি কার্যকর না হওয়া আইনের কার্যকারিতাকে কিছুটা কমায়। আমরা এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাধারণত, শত্রুতা অথবা প্রেম ও বিয়ের দ্বন্দ্ব থেকে অ্যাসিড-সহিংসতা ঘটে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি থেকে পুরুষের মধ্যে এমন ভয়ংকর ঘৃণা জন্মানো মানসিক বিকারগ্রস্ততার লক্ষণ। সমাজে যে পরিমাণ দাম্পত্য-সহিংসতা ঘটছে, তা কেবল আইন ও পুলিশ দিয়ে পূর্ণভাবে দূর করা যাবে না। একশ্রেণির পুরুষের এই আগ্রাসী প্রবণতাকে অঙ্কুরেই নিরস্ত করায় দাম্পত্য কাউন্সেলর থাকা প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে অ্যাসিড-সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগিয়ে রাখা জরুরি। অ্যাসিড-সন্ত্রাসের তদন্ত ৯০ দিনের মধ্যে হওয়া এবং অপরাধীর শাস্তি দ্রুততর করায় গাফিলতির সুযোগ নেই।